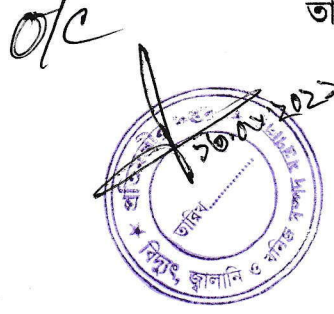


সূত্রঃ এলপিগিজি/জাঃমঃ/শুদ্ধ-২০২১

তারিখঃ ১৯/০৫/২০২১ ইং

বরাবর,
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়,
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।



বিষয়ঃ যানবাহনকে এলপিগিজিতে কনভারশন করার জন্য প্রয়োজনীয় কিট, ট্যাংক ও যন্ত্রাংশ আমদানী পর্যায়ে শুদ্ধমুক্ত করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবর সুপারিশ প্রদান প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

যথাবিহীত সম্মানপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, যানবাহনে অকটেন, পেট্রোল ও ডিজেলের পরিবর্তে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (অটোগ্যাস) একটি পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানি হিসাবে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যানবাহনে অটোগ্যাস ব্যবহারের ব্যয় অকটেন/পেট্রলের তুলনায় অর্ধেক। অন্যদিকে দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ কমে যাওয়ায় সারাদেশে গ্যাসের সংকট দেখা দিয়েছে। উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে সরকার ইতিমধ্যে যানবাহনে পেট্রোল, অকটেন ও সিএনজি ব্যবহারের পরিবর্তে এলপিগিজি ব্যবহারে উৎসাহিত করেছেন।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সারাদেশে এলপিগিজি অটোগ্যাস স্টেশন এর জন্য সরকার তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (অটোগ্যাস) রিফাইলিং স্টেশন ও রূপান্তর ওয়ার্কশপ স্থাপন, পরিচালন এবং রক্ষনাবেক্ষন নীতিমালা-২০১৬ প্রনয়ন করেছেন, নীতিমালা নং ২৮.০০.০০০০. ০২৭.৪৩.০০১.১৬-৩১৫ তারিখঃ ৩১ জুলাই ২০১৬ ইং।

উক্ত নীতিমালার আলোকে সারাদেশে প্রায় ২৫০টিরও অধিক এলপিগিজি অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপিত হয়েছে এবং আরো ২০০টি নির্মাণাধীন আছে। বিকল্প জ্বালানি হিসাবে সিএনজি এর পাশাপাশি এলপিগিজি ব্যবহার শুরু হওয়ায় প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর চাপ কমেতে শুরু হয়েছে। অপরদিকে যেখানে সিএনজি গ্যাসের সুবিধা নেই সে সমস্ত এলাকায় এলপিগিজি স্টেশন চালু হওয়ায় জ্বালানী সাশ্রয়ী হিসাবে এলপিগিজির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অটোগ্যাস রিফাইলিং স্টেশন ও রূপান্তর ওয়ার্কশপ স্থাপন, পরিচালন এবং রক্ষনাবেক্ষন নীতিমালা-২০১৬ এর ৭.২ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, অটোগ্যাস রিফাইলিং স্টেশন ও রূপান্তর ওয়ার্কশপ স্থাপনের যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে প্রত্যয়নপত্র

প্রদর্শন করে শুদ্ধমুক্ত সুবিধা ভোগ করবে। কিন্তু শুদ্ধমুক্ত সুবিধা ভোগ করার জন্য অদ্যাবদি কোন এস.আর.ও প্রকাশ করা হয়নি তাই প্রচুর পরিমাণে এলপিগি অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও কিট আমদানিতে শুদ্ধমুক্ত সুবিধা না পাওয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণ যানবাহন এলপিগি-তে রূপান্তরিত হচ্ছেনা। ফলে যানবাহনে এলপিগি ব্যবহারে সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে না এবং এলপিগি অটোগ্যাস স্টেশন ব্যবসা অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

অতএব বিদ্যমান সিএনজি যন্ত্রপাতি আমদানীর শুদ্ধমুক্ত সুবিধা ভোগ করার যে এস.আর.ও বিদ্যমান আছে (এস.আর.ও নং ১০৫/আইন/৯৯/১৭৮৪/শুদ্ধ তারিখ ২৩/৫/১৯৯৯ ইং ও সংশোধিত এস.আর.ও নং ১৭৬/আইন/২০১২/২৪০৪/কাস্টমস তারিখ ০৭/৬/২০১২ ইং) তা সংশোধন করে উক্ত এস.আর.ও তে সিএনজি এর সাথে এলপিগি কার্যক্রম যুক্ত করে সংশোধিত এলপিগি যন্ত্রপাতি আমদানীর শুদ্ধমুক্ত সুবিধা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হইল।

আমরা ইতিমধ্যে সদস্য (কাস্টমস নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবর এলপিগি যন্ত্রপাতি আমদানীর শুদ্ধমুক্ত সুবিধা প্রদানের জন্য এস.আর.ও সংশোধন করার অনুরোধ করেছি। আমরা আশাকরি আপনার মন্ত্রনালয়ের সুপারিশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কার্যকর করবে ইনশাআল্লাহ।

অতএব আপনার মন্ত্রনালয় থেকে, সদস্য (কাস্টমস নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবর সুপারিশ প্রদানের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

বিনীত নিবেদক



মোহাম্মাদ সিরাজুল মাওলা, সভাপতি

এল পি জি অটোগ্যাস স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওয়ার্কশপ ওনারস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ।